

বিবর্তনবাদ : বাংলাদেশের স্কুল কলেজ গুলোতে কি শেখানো হচ্ছে? হুমায়ুন রশীদ

বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব জন্মের পর থেকে বোধকরি এখন পর্যন্ত শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি মানবিক বোধের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত বিষয়। জীব ও জীবন সম্পর্কিত আধুনিক বিজ্ঞান ও সব গবেষণায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে এই তত্ত্ব সমভাবে তার স্রষ্টা চার্লস ডারউইন। এ মাঠেই প্রকাশিত হয়েছিল এই মহান বিজ্ঞানসাধকের প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে লিখিত চিরায়ত গ্রন্থ ‘অরিজিন অব স্পিসিস’। উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে গেল বিশ্বব্যাপী ‘ডারউইন ডে’। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ তত্ত্ব এবং তার স্রষ্টা সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞাত আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা, ক্লাসর ‘মেইবা এ সঙ্কল্পে কতটুকু পরিবেশন করা হয়, কি ভাবছেন শিক্ষকগণ- এ বিষয়ে এক সরেজমিন ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয় ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে। আর এ প্রতিবেদন তৈরিকালে শিক্ষার্থীদের কাছে যেসব প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলো হলো-

১. ডারউইন কে? ২. তিনি কি জন্য বিখ্যাত? ৩. বিবর্তনবাদ কী? ৪. চার্লস ডারউইন সঙ্কল্পে ক্লাসর ‘মে কতটুকু পড়ানো হয়? ৫. ডারউইন সঙ্কল্পে কেন জানা প্রয়োজন? ৬. ডারউইনের ‘বিবর্তনবাদ’ মতবাদটি তুমি কতটুকু সমর্থন করো?

অন্যদিকে, শিক্ষকদের ডারউইন সঙ্কল্পে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

১. ক্লাসে এ মতবাদ সম্পর্কে কেন বিস্মারিত পড়ানো হয় না? ২. শিক্ষার্থীদের যতটুকু পড়ানো হয় তা কি যথেষ্ট বলে মনে করেন? ৩. বিবর্তনবাদ আসলে কী? ৪. এ মতবাদ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? ৫. সব শাখার শিক্ষার্থীদের এটা জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কী?

রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : ‘আসলে নামটা পরিচিত মনে হলেও, তার সম্পর্কে আমি জানি না। তার মতবাদ সম্পর্কে তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ক্লাসে আমাদেরকে এ বিষয়ে কিছুই পড়ানো হয়নি’- বলল একাদশ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এমিলি। ‘তিনি একজন প্রাণী বিজ্ঞানী ছিলেন। বিবর্তনবাদের জন্য তিনি বিখ্যাত। মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে এ মতবাদ, এটুকুই বলা হয়েছে আমাদের ক্লাসে। এর বেশি কিছু আর বলতে পারব না।’ আবদুল্লাহ মতামত ব্যক্ত করল ডারউইন ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে। ‘আসলে কোনো কিছু শিক্ষার্থীদের পড়ানোর আগে, আনুষঙ্গিক কিছু জিনিস বোঝা বা জানা প্রয়োজন। যেমন- বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বোঝার জন্য আগে বুঝতে হবে মিউটেশন বা অভিযুক্তি কি, যা শিক্ষার্থীদের বোঝানো বা পড়ানো হয় না। আর তাছাড়া এ বিষয়টা সম্পূর্ণ সিলেবাসের বাইরে। যার ফলে এটা নিয়ে ক্লাসেও বেশি কিছু বলা হয় না। ক্লাসে পড়াতে গেলেও বিভিন্ন বিবর্তকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এই তো সেদিন, ক্লাসে ডারউইন সম্পর্কে বলতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে এক ছাত্র উঠে বলল, ম্যাডাম তাহলে কি ধর্মগ্রন্থগুলো মিথ্যা? ডারউইনের মতবাদে ভুলও রয়েছে যথেষ্ট। কেননা এ তত্ত্ব অনুসারে বানর থেকে আজকের মানুষ। এটা কেমন করে সম্ভব? একটা প্রাণীর পরিবর্তন-পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু একটা প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটা প্রাণীর সৃষ্টি হবে এটা তো

অনেকটা আমগাছে তেঁতুল আর তেঁতুল গাছে আম ধরার মতো অবস্থা। একজন মুসলমান হয়ে আমি এটা কোনোমতেই সমর্থন করতে পারি না। কেননা তাহলে ইসলাম ধর্ম অনুসারে, আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়াকেই অস্বীকার করা হয়।’ ডারউইন ও তার মতবাদ সম্পর্কে এমনই ধারণার কথা বললেন দিবা শাখার প্রাণী বিজ্ঞানের শিক্ষিকা আসমা বেগম।

হারমেন মেইনর স্কুল অ্যান্ড কলেজ : শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে বিভিন্নমুখ অজুহাতে এড়িয়ে যান এ কলেজের অধ্যক্ষ আফম সলিমউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘সিলেবাস-বহির্ভূত কোনো জিনিস ক্লাসে পড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা ক্লাস টাইমে সিলেবাস-বহির্ভূত পড়া পড়িয়ে সময় নষ্ট করলে নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রয়োজনীয় পড়াই শেষ হবে না। আর প্রয়োজনীয় সিলেবাস শেষ করা ছাড়া তো ভালো ফলাফল সম্ভব নয়। অভিভাবকরা চান ভালো ফলাফল। সাধারণ জ্ঞানের জন্য জানার বিষয়টা তারা মানতে চান না। তাছাড়া সাধারণ জ্ঞানের জন্য তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নমুখ ক্লাব ও সেমিনার আছেই। সিলেবাস প্রণেতারাই মহলত এর জন্য দায়ী।’ ‘সাধারণত সিলেবাসের বাইরে কোনো পড়া বা জ্ঞান তাদের দেওয়া হয় না; তবে নিজেদের তাগিদে মাঝে মাঝে অল্পসল্পসল্প বলি। আগে অবশ্য উ’চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বেশকিছু আলোচনা ছিল বিবর্তনবাদ সম্পর্কে। কিন্তু বর্তমান সিলেবাস থেকে কোনো কারণে এটা বাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এটা আমি নিজেও মানি না আর বিশ্বাস করার তো প্রশ্নই ওঠে না।’ এভাবেই ডারউইনবাদ ও এ সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর করলেন কলেজের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা সৈয়দা বিলকিস জাহান।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : ‘বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, ডারউইন নামের কে যেন একজন বলেছিলেন। এ সম্পর্কে ক্লাসে কখনোই আমাদের শিক্ষকরা কিছু বলেননি বা পড়াননি। তবে কথাটা বেশ মজার লাগে। ডারউইন খুব সম্ভবত জীবনে কোনোদিন কোরআন শরীফ পড়েননি’— ডারউইন ও বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এমনই ভাষা ছিল দশম শ্রেণীর মানবিক শাখায় পড়ুয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্রের। জীববিজ্ঞান পড়ান এমন একজন শিক্ষক আমির ‘ল ইসলাম বলেন, ‘নবম-দশম শ্রেণীতে এমন একটি বিশ্রামিকার জিনিস পড়ানোর কোনোই মানে হয় না। খোদ যেখানে বিজ্ঞান শাখার সিলেবাসেই নেই, আর অন্য শাখায়, এটা তো বেশ হাস্যকর। তবে সব শাখার শিক্ষার্থীদের এই সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়া উচিত। কেননা বিবর্তনবাদটা আসলে বিজ্ঞানের একটা সাড়া জাগানো ও বর্তমানে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। যদিও বা বিবর্তনবাদে বেশকিছু ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি এটা আমি নিজেও বিশ্বাস করি না।’

সরকারি গণভবন স্কুল : ‘মনে হয় বিজ্ঞান ক্লাসে একদিন নামটা শুনেছিলাম। এর বেশি কিছুই আমি জানি না, কি করে বলব বলেন?’— বেশ গম্ভীরভাবে জবাব দিল দশম শ্রেণীর বাণিজ্য শাখার ছাত্রী আসমা। ‘নামটা বেশ চেনা চেনা মনে হ’ছে, ঠিক মনে করতে পারছি না’— একই বিভাগ ও একই শ্রেণীর অন্য এক ছাত্রী আঁখি ইসলামের জবাব। ‘একে তো সিলেবাসেই নেই, তার ওপর এমন নাস্তিকের মতো কথা ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে বলি? আর এটা আমি বিশ্বাসও করি না। মানুষের আদি পুরুষ বানর এটা কোনো কথা হলো?’ এ সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরটা এভাবেই দিলেন দিবা শাখার জীববিজ্ঞানের শিক্ষিকা কামরুন নাহার। নটর ডেম কলেজ : ‘ডারউইন আসলে একজন প্রাণী বিজ্ঞানী ছিলেন। তার বিবর্তনবাদের জন্য তিনি বিখ্যাত। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে যা জানি তা হলো, মানুষরা অনেক বছর আগে বানরসদৃশ কোনো প্রাণী ছিল। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বিভিন্নমুখ পরিবর্তন-পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই বানরসদৃশ প্রাণী থেকে আজকের

মানুষ। তবে এটা সমর্থন করি, আবার করিও না। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিভিন্নভাবে প্রমাণ দেখিয়েই মতবাদটা দেওয়া হয়েছে। তাই বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এটা সমর্থন করি। আবার ধর্মীয় দিক থেকে দেখলে তো এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বানর থেকে মানুষ হাস্যকর বিষয়ই বটে’- ডারউইন ও এ মতবাদ সম্পর্কে এমনই ধারণা পোষণ করল বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্র র’বাইয়াতুল ইসলাম। এই কলেজের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর গাজী এসএম আজমলের মতামত- ‘আসলে বিষয়টা সিলেবাস-বহির্ভূত। তাই বিষয়টা শুধু জানানোর জন্য সামান্য বলা হয় মাত্র, পড়ানোর মতো করে বলা হয় না; কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে সামান্য কিছু ধারণা দেওয়া হয়। এ মতবাদ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের জন্য যতটুকু পড়ানো দরকার, এখন ক্লাসে আমরা যতটুকু বলি তা যথেষ্ট নয়। তারপরও একে তো বিষয়টা সিলেবাস-বহির্ভূত এবং এ মতবাদটা জানতে হলে আগে জানতে হবে ইভলিউশন কি। কিন্তু এ সম্পর্কে পছন্দ থেকে ওদেরকে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি এবং অভিব্যক্তি সম্পর্কেও ওদের কোনো ধারণা আগে থেকে থাকে না। সিলেবাস প্রণেতারা যতটুকু প্রণয়ন করেন ততটুকুই আমরা ওদেরকে বলি। তবে যদি অভিব্যক্তি সম্পর্কে উ’চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দু’তিন পৃষ্ঠার একটা বর্ণনা দেওয়া হয় তবে শিক্ষার্থীরা মতবাদ সম্পর্কে ভালো ধারণা পেতেন। তাই আধুনিক যে মতবাদটা আছে, একমাত্র সেটাই দেওয়া উচিত। আসলে মতবাদটা ঠিক নয়। কেননা দেখা যাবে’ছ, ডারউইন কিছু হাড়গোড়-মাথার খুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটা ধারণায় উপনীত হয়েছেন মাত্র। দেখা যাবে’ছ, খুলিটি একটি বানর বা সমগোত্রীয় কোনো প্রাণীর, যার মাথার খুলি ও হাড়গোড়ের সঙ্গে মানুষের হাড়গোড় ও মাথার খুলির কিছুটা সাদৃশ্যতা রয়েছে। তার মানে এই নয় যে, বানর বা সমগোত্রীয় শ্রেণীর প্রাণীই মানুষ পছন্দপূর্ব’ষ। আর ডারউইনের মতবাদ বেশ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তবে তার মতবাদের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, তার দেওয়া ধারণা ৬০ ভাগ সত্য। তাই মানুষের অভিব্যক্তিকে ডারউইনের মতবাদ বলা হয়। যেটা কি-না আধুনিক ডারউইনীয় মতবাদ বা ডারউইনিজম বলা হয়।

সরকারি বাংলা কলেজ : ‘আসলে নামটা এখনই শুনলাম, আমরা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র, বিজ্ঞান নিয়ে ভাববে বিজ্ঞানের ছাত্ররা, এটা আমাদের বিষয় নয়’- এমনভাবে নিজেদের মতামত দিল বাণিজ্য শাখায় পড়ুয়া দুই ছাত্র আশরাফ ও ফারহাত। ‘ডারউইন ছিলেন একজন বিজ্ঞানী, তবে কোন শাখার বিজ্ঞানী ছিলেন তা বলতে পারব না। তার মতবাদের জন্য তিনি বিখ্যাত। আসলে শিক্ষকরা যেটুকু বলেছেন এটুকুই জানি। তা হলো বানরসদৃশ কোনো প্রাণী থেকে মানুষের সৃষ্টি। এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর আমি তো বিশ্বাসই করি না’- বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়া ছাত্র রকিবুল এভাবেই এ সম্পর্কে জানা জ্ঞানটুকু প্রকাশ করল। ‘এমএসসিতেই (মাস্টার অব সায়েন্স) সিস্টেমার আলোচনা নেই আর তো উ’চ মাধ্যমিক পর্যায়ে, সেটা কীভাবে সম্ভব? সবচেয়ে বড় কথা এটা সিলেবাস-বহির্ভূত বিষয়। তাছাড়া মতবাদটা বিশ্বাসযোগ্যও নয়’- এমনভাবে মন্তব্য করলেন নাম প্রকাশে অনি’ছুক প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষিকা।

মনিপুর উ’চ বিদ্যালয় : মিরপুরের এ স্কুলে গিয়ে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রধান শিক্ষকের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমরা পত্রিকায় কোনো লেখা ছাপতে চাই’ছ না।’ তখন তাকে বলা হয়, স্যার আমরা শুধু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মতামত নিতে চাই’ছ। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো অনুমতিই দেননি। ফলে মিরপুরের এ নামি স্কুল থেকে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারো কোনো মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।